Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 214-220
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.066

ইউডেমোনিয়া ও মানবজীবন: অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিতে পরম সুখের সন্ধান

তৃষা ঘোষ, *স্বাধীন গবেষক, দক্ষিন ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article explores Aristotle's philosophical framework for achieving a happy life, emphasizing the intrinsic link between ethics and human good. Aristotle identified Eudaimonia (happiness or flourishing) as the ultimate end for man and highest good of human existence. He argues that happiness is not found in transient pleasures, material wealth, or social status, but is instead an activity of the soul performed in accordance with rational principles.

The discussion highlights the distinction between rational and irrational faculties, focusing on the role of practical wisdom *(phronêsis)* in guiding individuals toward appropriate actions in specific situations. Central to this ethical vision is the concept of Virtue *(arête),* defined as excellence in character. Aristotle asserts that virtue is not an innate capacity but is acquired through deliberate practice and the cultivation of habits. By applying reason to find the "Golden Mean" between extremes, a virtuous person can make correct moral judgments. Ultimately, the article concludes that a truly happy life is realized through the continuous practice of virtue and the exercise of intellectual excellence.

Keywords: Eudaimonia, Virtue, Function argument, Practical wisdom, contemplation.

সুখী জীবনযাপন নিঃসন্দেহে প্রতিটি মানুষের প্রধান লক্ষ্য। সবাই নিজের মতন করে সুখী হতে চায়। কিন্তু সুখী হওয়া বলতে কী বোঝায় তার প্রকৃত অর্থ আমরা জানি না। তা সত্ত্বেও সুখী জীবন বলতে কী বোঝায় এবং কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারি— এই প্রশ্নগুলি দর্শনের শুরু থেকেই দার্শনিকদের আলোচনার বিষয় হয়েছে। সুখী জীবন এবং নৈতিক জীবন হল একে অপরের পরিপূরক। পাশ্চাত্য দর্শনে নীতিবিদ্যা বলতে আমরা সাধারণত আচরণ সম্বন্ধীয় আদর্শমূলক বিদ্যাকে বুঝি, যেখানে কোন কর্মটি ন্যায়সঙ্গত বলে সর্বজনস্বীকৃত হবে এবং কোন কর্মটি নিন্দনীয় বলে বর্জনীয় হবে তা আলোচনা করা হয়। একমাত্র ন্যায়সঙ্গত কর্মের মাধ্যমেই মানুষ সুখী জীবন লাভ করতে পারে। পাশ্চাত্য নীতি দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি বিভিন্ন সময়ের দার্শনিকেরা বিভিন্ন ভাবে নৈতিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই নৈতিক ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাস। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সমসাময়িক কালের দার্শনিকদের মধ্যেও নীতিবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। তবে সুখী জীবনযাপনের জন্য চরিত্রের উৎকর্ষতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই সুখী জীবন যাপনের জন্য গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের সদ্‌গুণ তত্ত্বকে অনুসরণ করাই উপযুক্ত হবে। অ্যারিস্টটল তাঁর নৈতিক

আলোচনায় কর্মকর্তার কর্মের অধিক তার চরিত্রের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য হলো কর্মের মাধ্যমে সুখ সমৃদ্ধি অর্জন করা।

মানব জীবনে প্রধান ও চূড়ান্ত শুভ কি? এই প্রশ্নের দুই ধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে অ্যারিস্টটল তাঁর নীতিদর্শনের আলোচনা শুরু করেছেন। প্রথমত তিনি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত তিনি মানুষের বিশেষ কার্য বা কার্য যুক্তি-এর সাহায্যে এটির ব্যাখ্যা করেছেন। অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য আমাদের দুটি ব্যাখ্যাকেই স্বতন্ত্রভাবে বুঝতে হবে।

গ্রিসের সাধারণ মানুষের উপর দ্বান্দ্বিক পর্যবেক্ষণ (dialectical survey) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অ্যারিস্টটল একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করলেন যে, সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ধরনের জীবন যাপনকে ভালো জীবন হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের জীবনগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা হল ইউডেমোনিয়া[1] বা সুখ। এই বিষয়ে উনি গভীর অনুসন্ধানের পর এটি দাবি করলেন যে উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীর মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ইউডেমোনিয়া। কিন্তু গ্রিসের সাধারণ মানুষ সুখের প্রকৃতি সম্পর্কে সহমত নয়। কারন, কিছু সংখ্যক মানুষ শুভ বা সুখকে আনন্দ উপভোগ বলে মনে করেন, আবার কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা রয়েছে যে সম্মানের মধ্যে সুখ নিহিত, আবার কিছু মানুষ ভাবে সুখ সম্পদের মধ্যে রয়েছে এবং কিছু মানুষ আছে যারা সুখী অবস্থাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বস্তুর সাথে অভিন্ন বলে মনে করে।

এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ সুখের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারিস্টটল সাধারণ মানুষের জীবনকে চার ভাগে ভাগ করলেন। যথা– ১. আনন্দ ও উপভোগের জীবন, ২. সম্মানের জীবন, ৩. অর্থ উপার্জনের জীবন, এবং ৪. অনুধ্যানী জীবন।[2]

কিন্তু এই বিভাগ গুলির মধ্যে অ্যারিস্টটল শুধু অনুধ্যানী জীবনকেই সুখের জীবনের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। কারন, এই জীবনই একমাত্র ইউডেমোনিয়া বা সুখের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে পূরণ করে। বাকী তিনটে ভাগের ক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, আনন্দ ও উপভোগের জীবন সুখের জীবন নয়। কারণ, এটি প্রাথমিকভাবে শারীরিক সুখকে বোঝায়। বিশেষ করে অমার্জিত শ্রেণীর মানুষ সুখকে আনন্দ বা উপভোগ বলে মনে করেন। তাদের জন্য জীবন হল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জীবন। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতে, তৃপ্তির জীবন হল 'দাস সুলভ জীবন, তা শুধুমাত্র পশুর জন্য উপযুক্ত'। 'a slavish life, only suitable for beast.'[3]

আবার, তিনি সম্মানের জীবন বা রাজনৈতিক জীবনকে সুখের জীবন বলেন নি। কারণ, যারা সম্মান প্রদান করেন তাদের উপর সম্মান নির্ভর করে, যিনি সম্মান গ্রহণ করেন তার উপর নয়। অতএব, আমার সুখী হওয়াটা অন্য কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে।

আবার, তিনি অর্থ উপার্জনের জীবনকেও সুখের জীবন বলে স্বীকার করেন নি। কারণ, সম্পদকে আমরা তার নিজের খাতিরে পছন্দ করি না অর্থাৎ এটিকে অন্য কোন কিছুর উপায় হিসেবে ব্যবহার করি।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, ইউডেমোনিয়াই হল সুখের জীবন। এখন স্বাভাবিকভাবেই ইউডেমোনিয়া-এর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইউডেমোনিয়া হলো প্রধান শুভ যা আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের চরম লক্ষ্য। মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ঐ প্রধান শুভ-এর প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে। এটি এমন কিছু যা চূড়ান্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে কারণ এটিকে অন্বেষণ করি এর নিজের জন্য, অন্য কোন কিছুর জন্য আমরা এটিকে অন্বেষণ করি না বরং এর জন্য আমরা অন্য কোন জিনিসকে অনুসরণ করি যাতে এটা অর্জন করতে পারি। এর অর্থ হল এটি তার নিজের জন্যই মূল্যবান, এটিতে কোন কিছুর অপূর্ণতা নেই। অ্যারিস্টটল এমন মনে করেন না যে আরও ভালো কিছু ইউডেমোনিয়া-এর সাথে যুক্ত করলে এর মান

বেড়ে গিয়ে অধিকতম ভালো হয়ে উঠবে। কারণ, এটি এমন একটি জিনিস যা নিজেই স্বতঃসম্পূর্ণ। তাহলে তাঁর মতে সুখ কোন বাহ্যিক মঙ্গল নয়, এটি আত্মার মঙ্গলময় অবস্থা। সুতরাং এটি জগতের সর্বাপেক্ষা মহান ও আদর্শময় ভালো এবং সর্বাধিকভাবে সুখপদ। অর্থাৎ এটা বলা যেতে পারে যে সুখী জীবন হল সর্বোত্তম জীবন এবং এটিতে কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। এটি একজনের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করে তুলবে।

অত:পর অ্যারিস্টটলের 'কার্য যুক্তির' (Function argument) দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার পূর্বে তিনি 'কার্য' শব্দের দ্বারা কি নির্দেশ করতে চেয়েছেন তা অবশ্যই বুঝতে হবে। কার্য শব্দের দ্বারা তিনি কোন কিছুর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে বোঝাতে চেয়েছেন। এই যুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ডেভিড বোস্টক-এর দেওয়া একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে,-

> 'Why do we say that a human eye and an insect's eye are both eyes? After all, their anatomy is very different. The answer is evidently that each serves the same purpose.'[4]

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে এবং সেই অঙ্গগুলির উদ্দেশ্য হল তাদের নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা।

কার্যের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল যুক্তি দিচ্ছেন যে, সব কিছুর একটি নির্দিষ্ট কার্য আছে। সেটাকে ভালোভাবে সম্পাদন করার মধ্যেই সেটির ভালোত্ব নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন বাঁশি বাদকের একটি নির্দিষ্ট কাজ আছে তা হলো বাঁশি বাজানো এবং সে যদি ভালোভাবে বাঁশি বাজায় তাহলে তাকে আমরা একজন ভাল বাঁশিবাদক বলতে পারবো। মানুষের ক্ষেত্রেও অ্যারিস্টটল একই চিন্তাধারা প্রয়োগ করে পরামর্শ দিয়েছেন, যদি মানুষের নির্দিষ্ট কোন কার্য থেকে থাকে তাহলে একমাত্র ভালো মানুষ সেই ব্যক্তিই হতে পারবেন যিনি মানুষের কার্যটি ভালোভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম।

আমরা জানি মানুষ একটি স্বতন্ত্র প্রজাতির প্রাণী। তাই তার অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র জীবনযাপন পদ্ধতি থাকবে যা মানুষকে অন্য প্রজাতির থেকে পৃথক করে। অ্যারিস্টটল মানুষের স্বতন্ত্র জীবন যাপনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আত্মার মধ্যে পার্থক্য করেছেন যার দ্বারা তিনি বিভিন্ন প্রাণীর জীবনকে প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করতেন প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মা রয়েছে এবং প্রাণীর মধ্যে কেবল নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী নয় সেখানে উদ্ভিদও আছে। অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেছেন, সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে (১) পৌষ্টিক আত্মা, এদের উদ্দেশ্য পুষ্টি ও বৃদ্ধি। পৌষ্টিক জীবন শুধু উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং সব ধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রেই পুষ্টি সাধন করা হলো মৌলিক ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এরপরে (২) সংবেদনশীল বা প্রত্যক্ষণশীল আত্মা, যারা সংবেদন করতে সক্ষম। সংবেদন হল আনন্দ ও বেদনা অনুভব করার শক্তি এবং এই শক্তি উদ্ভিদদের অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। এর পরে আসে (৩) গতিশীল আত্মা, মানে স্থানিক গতিসম্পন্ন জীব যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলমান প্রাণীদের নির্দেশ করে এবং পরিশেষে আসে (৪) বৌদ্ধিক আত্মা, যেটির চিন্তাশীল ক্ষমতা ও স্বজ্ঞা রয়েছে। অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিতে বৌদ্ধিক জীবন একমাত্র মানুষের জন্যই স্বাতন্ত্র্যসূচক। মানুষের কার্য হল বৌদ্ধিক নীতি অনুসারে আত্মার ক্রিয়া-কলাপ।

অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে বলা যায়, মানুষের উচিত এমন জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখা যা বৌদ্ধিক বৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য ভাবে বলতে গেলে, - 'the best life is a life of excellent activity in accordance with reason.'[5] সর্বোত্তম জীবন হল বৌদ্ধিক বৃত্তি অনুসারে উৎকর্ষতার জীবন। এই কারণে ভালো জীবন সেটি

নয় যেখানে খাদ্য গ্রহণ, আনন্দ উপভোগ, প্রজনন, গতিশীল হওয়া বা কল্পনা করা ইত্যাদি থাকবে বরং ভালো জীবন হল সেই জীবন যেখানে ভালোভাবে বুদ্ধির অনুশীলন করা হবে।

অ্যারিস্টটল আত্মার বৃত্তিসমূহকে দুই ভাগে বিভাজন করেছেন যথা: বৌদ্ধিক বৃত্তি এবং অবৌদ্ধিক বৃত্তি। অবৌদ্ধিক বৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত- (১) পৌষ্টিক বৃত্তি, যার স্বভাব হলো উদ্ভিদজাত এবং যার সাথে সদ্‌গুণের কোন সম্পর্ক নেই, (২) কামনার বৃত্তি, যেখানে সাধারণ ভাবে কামনা ও ইচ্ছার অবস্থান রয়েছে। আত্মার এই অংশ বৌদ্ধিক বা অবৌদ্ধিক উভয়ই হতে পারে। যদি এই বৃত্তিটি বৌদ্ধিক বৃত্তির নির্দেশের বিরোধিতা করে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় তাহলে এটি অবৌদ্ধিক কিন্তু যদি এটি বুদ্ধির নেতৃত্বকে মেনে নেয় তাহলে এই বৃত্তিটি হয়ে ওঠে বৌদ্ধিক বৃত্তি।

বৌদ্ধিকবৃত্তি দুই ভাগে বিভক্ত- (১) বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, যেটা সত্তাকে জানে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারে না, (২) বিবেচনাকারী প্রজ্ঞা, যেটা সত্তাকে কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় তা জানে। এই অংশটি হলো ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, যা বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ লক্ষ্য সাধনে কোন কাজটি করতে হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত বিবেচনা প্রদান করে। বিবেচনাকারী প্রজ্ঞা আত্মার অবৌদ্ধিক অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে যুক্তিসিদ্ধ করতে সাহায্য করে। এই কারণেই তিনি মন্তব্য করেছেন- 'human good turns out to be activity of soul in accordance with virtue.'[6] সুতরাং, সুখ হল আত্মার সেই ক্রিয়াকলাপ যেটা বৌদ্ধিক বৃত্তির উৎকর্ষতা বা সদ্‌গুণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

গ্রীক ভাষা থেকেই সদ্‌গুণ বা উৎকর্ষতার উৎপত্তি হয়েছে। গ্রীক *arête*-এর বাংলা অনুবাদ প্রায়শই করা হয় সদ্‌গুণ হিসাবে, তবে গ্রীক ভাষায় *arête* বলতে উৎকর্ষতাকেও বোঝায়। কোন কিছুর *arête* আছে বলার অর্থই হলো ওই জিনিসটির ভালোভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন ভালো অশ্বারোহীর *arête* হল তিনি অশ্ব চালনা ও নিয়ন্ত্রণ ভালো ভাবে করতে পারেন, একটি ভালো ছুরির *arête* হল এটির তীক্ষ্ণতা। কোনো কিছু ভালোভাবে সম্পাদন করাই হলো তাঁর মতে সদ্‌গুণমূলক এবং সেক্ষেত্রে যদি একের অধিক সদ্‌গুণ বা উৎকর্ষতা থাকে তাহলে সেটি হয়ে উঠবে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে পরিপূর্ণ কার্য।

আত্মার বৃত্তির বিভাজনের উপর ভিত্তি করে অ্যারিস্টটল সদ্‌গুণকেও দুই ভাগে বিভাগ করেছেন। একটি নৈতিক সদ্‌গুণ এবং অপরটি বৌদ্ধিক সদ্‌গুণ।[7] তিনি নৈতিক সদ্‌গুণ হিসেবে বদান্যতা ও সংযম এবং বৌদ্ধিক সদ্‌গুণ হিসেবে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা, ধীশক্তি ও ব্যবহারিক প্রজ্ঞাকে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক সদ্‌গুণ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয় কিন্তু নৈতিক সদ্‌গুণ শিক্ষার মাধ্যমে নয় বরং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বা অভ্যাসের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনে আমাদের জন্মগতভাবে সক্ষমতার অধিকারী হতে হবে কথাটি যেমন সত্য তেমন এটিও সত্য যে আমাদেরকে নিজের প্রচেষ্টার দ্বারা উৎকর্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে। অ্যারিস্টটলের মতে আমরা ভালো না মন্দ চরিত্রের অধিকারী হব সেটা নির্ভর করে আমাদের কিভাবে গড়ে তোলা হয়েছে তার উপর, বাল্যকালে কি ধরনের শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়েছে তার উপর। তিনি মানব জীবনের উপর বংশগতির প্রভাবের চাইতে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বৌদ্ধিক সদ্‌গুণসমূহকে আত্মার বৌদ্ধিক অংশের সাথে যুক্ত করেছেন এবং নৈতিক সদ্‌গুণসমূহকে আত্মার অবৌদ্ধিক অংশে যুক্ত করেছেন। তবে কেবলমাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বুদ্ধির আদেশ অমান্য করে ততক্ষণই তারা অবৌদ্ধিক।

আমরা কেউই নৈতিক সদ্‌গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করিনা। তাহলে কিভাবে নৈতিক সদ্‌গুণ অর্জিত হয়? এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের মত হলো আমরা নৈতিক হয়ে উঠি অভ্যাস বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। আমরা প্রকৃতিগতভাবে

ভালো বা মন্দ নই, তবে অভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের ভালো বা মন্দ হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কিছু মানুষ খাদ্য ও পানীয়তে অসংযমী হয় অধিক খাওয়া বা অধিক পানীয় পান করার অভ্যাসের ফলে। ধারাবাহিকভাবে অধিক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার ফলে যে কোনো ব্যক্তি ওই ধরনের চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠেন, যিনি খুব বেশি খান বা পান করেন। সুতরাং, যে ধরনের অভ্যাস আমরা গড়ে তুলি আমরা সেই ধরনের ব্যক্তিতেই পরিণত হই। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সৎ বা অসৎ হয় না। সৎ বা অসৎ হওয়ার জন্য আমাদের সক্ষমতা রয়েছে এবং সেটি সম্ভব হয় আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাসের মাধ্যমে। তিনি নৈতিক সদ্‌গুণকে কলাবিদ্যার সাথে তুলনা করে বলেছেন উৎকর্ষতা আমরা অনুশীলনের মাধ্যমে পাই যেমনটা কলাবিদ্যাতেও ঘটে থাকে। যেসব জিনিস আমরা শিখি তা কার্যের মাধ্যমে শিখি, অনুশীলনের মাধ্যমে শিখি, যেমন মানুষ কোনো কিছু নির্মাণ করেই নির্মাতা হয়। আমরা ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠি ন্যায়মূলক কাজ করার মাধ্যমে, সাহসী হই সাহসী কাজ করার দ্বারা। এক কথায় বলা যায়, চারিত্রিক অবস্থা কোনো একটি একক কার্যের দ্বারা সৃষ্টি হয় না বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারে বারে একই রকম কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা আমাদের চারিত্রিক অবস্থার সৃষ্টি করি। এ কারণেই একজন সদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির চরিত্র থেকে সদ্‌গুণসম্পন্ন কার্যকলাপ স্বভাবগতভাবেই নির্গত হয় এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন কার্যসম্পাদনের সাথে সেই ব্যক্তি আনন্দময় অনুভূতিও অনুভব করে।

নৈতিক সদ্‌গুণের ধারণাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য তিনি তার *Nicomachean Ethics*-এ নৈতিক সদ্‌গুণের একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সেটি এরকম-

> 'Virtue, then, is a state of character concerned with choice, lying in a mean, i.e. the mean relative to us, this being determined by a rational principle, and by that principle by which the man of practical wisdom would determine it.'[8]

প্রদত্ত সংজ্ঞাটি থেকে আমরা একটি বিষয়ে উপনীত হই যে, নৈতিক সদ্‌গুণ একটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে যার দুই দিকে থাকে দুটি চরম দোষের অবস্থা। কোনো ব্যক্তির অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ বা অতিরিক্ত ব্যায়াম করা যেমন তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক আবার তেমনই খুব অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ বা খুব অল্প পরিমাণ ব্যায়াম করাও তার স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক। বেশি পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ দুটোই নৈতিক সদ্‌গুণ অর্জনের পথে অন্তরায়। কেবলমাত্র মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে নৈতিক সদ্‌গুণ অর্জিত হয়। তাই অ্যারিস্টটলের মতে প্রতিটি সদ্‌গুণ দুটি চরম অবস্থা যা দোষ বলে বিবেচিত হয় তার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। কোন ব্যক্তি যখন অত্যাধিক ভীরু হন তখন তিনি সাহসিকতা থেকে দূরে থাকেন, এটি হল তার ভীরুতার দোষ। আবার কোন ব্যক্তি অত্যাধিক ভয় শূন্য হলেও তিনি সাহসিকতা থেকে দূরে থাকেন, যা হলো হঠকারিতার দোষ বরং একজন সাহসী ব্যক্তি যে সাহস প্রদর্শন করেন তা ওই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপযোগী। সাহস হল ভীরুতা ও হঠকারিতার মধ্যবর্তী অবস্থান।

অ্যারিস্টটল মধ্যপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক মধ্যমানকে খোঁজার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। মধ্যমান হল এমন জিনিস যেটা খুব বেশিও নয় আবার খুব কমও নয় এবং এটি সবার ক্ষেত্রে সমানও নয়। আমাদের সকলের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক মধ্যমানকে একভাবে বিবেচনা করা যাবে না। যদি দশটা রুটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক বেশি খাদ্য হয় এবং দুইটি রুটি অনেক কম হয় তাহলে এখান থেকে এটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে সকলের জন্য ছটি রুটি পর্যাপ্ত হবে। আমাদের মধ্যমান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে প্রতিটি কাজের জন্য আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা এবং আমাদের নিজস্ব দৈহিক অবস্থা। এটি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান নয়, এছাড়াও আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন তাই স্বভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মধ্যমানটাও ভিন্ন ভিন্ন হবে। তাই তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে আমাদের প্রত্যেককেই আপেক্ষিক মধ্যপন্থার অন্বেষণ করতে হবে। কিন্তু সবকিছুতে মধ্যবর্তী অবস্থান খুঁজে পাওয়া এত সহজ নয়, যেমন একটি বৃত্তের মধ্যভাগ সবার পক্ষে খুঁজে

পাওয়া সম্ভব নয়। তবে একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সঠিক সময়ে সঠিক জিনিসের প্রেক্ষিতে সঠিক উদ্দেশ্যে আপেক্ষিক মধ্যমান নির্বাচন করতে সক্ষম।

অ্যারিস্টটল মধ্যপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ ক্ষমতাকে প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বিস্তারিত ভাবে বোঝার ক্ষমতা বা বিচারের ক্ষমতা হল প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা। এই ধরনের প্রত্যক্ষনীয় ক্ষমতা যার মধ্যে আছে তাকে তিনি অভিহিত করেছেন ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে। পূর্বে আলোচিত নৈতিক সদ্‌গুণের সংজ্ঞায় ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যবহারিক জ্ঞান বা *phronêsis* একটি বৌদ্ধিক সদ্‌গুণ। বুদ্ধি আমাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বোত্তম পথ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। তাই ওনার মতে সদ্‌গুণের জন্য বুদ্ধি অপরিহার্য। সদ্‌গুণ অর্জনের জন্য কেবল বুদ্ধি পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু বুদ্ধি ছাড়া কোনো ব্যক্তি সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে না। বুদ্ধির ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠা যায় তার জন্য অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষণ বিভিন্নভাবে হতে পারে। শিক্ষক আমাদেরকে বুদ্ধির ব্যবহার শেখাতে পারেন আবার অভিজ্ঞতা ও সময় উভয়ই আমাদের কাছে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করতে পারি। একজন ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যই হল তিনি সঠিকভাবে বিবেচনা করতে সক্ষম তা সে যেকোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক না কেন; সে তার বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে সঠিক উপায়ে, সঠিক মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অতএব সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের পশ্চাতে নৈতিক এবং বৌদ্ধিক সদগুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুখী জীবনযাপনের একমাত্র চাবিকাঠি হল চরিত্রের উৎকর্ষতা অর্জন। একজন ভালো মানুষ তার ভালো কাজের মাধ্যমে সুখ অনুভব করতে পারে। অ্যারিস্টটল তাঁর নৈতিক তত্ত্বটি কেবলমাত্র ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সীমায়িত করে না রেখে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রসারিত করেছেন। তাঁর মতে মানুষ হল রাজনৈতিক প্রাণী। সুতরাং, একজন উন্নত চরিত্রের মানুষ তার উন্নতমানের কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের জীবনকে শুধু উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয় তা নয়; সেইসঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতেও চেষ্টা করে। চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনের দ্বারা যেমন ব্যক্তির জীবনেও শুভ অর্জিত হয় ঠিক তেমনিই, একটা গোটা সমাজের জন্যেও শুভ অর্জন হয়। উন্নত নাগরিকদের দ্বারা উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত এমন জীবনের প্রতি তার লক্ষ্য রাখা যেখানে বস্তুগত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির চেয়ে সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয়ে ওঠা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। পরিশেষে, অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে বলা যায় সুখী জীবন একমাত্র সদ্‌গুণ অনুশীলনের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়, যা মানুষকে সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ করে তোলে। এইরকম অনুধ্যানী জীবনই অ্যারিস্টটলের মতে সুখী জীবনের পরিপূরক।

References:

1. গ্রীক শব্দ 'Eudaimonia' (ইউডেমোনিয়া) পদকে সচরাচর ইংরেজি 'happiness' পদে অনুবাদ করা হয় যদিও কিছু কিছু ভাষ্যকার পদটিকে অনুবাদ করেছেন 'flourishing' (সমৃদ্ধি লাভ করা) বা 'living well' (ভালোভাবে বেঁচে থাকা) বা 'doing well' (ভালো কাজ করা) কিংবা 'fulfillment' (পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি) হিসেবে। এক্ষেত্রে এর বাংলা অনুবাদ 'সুখ' কে-ই গ্রহণ করতে হবে তবে তার সাথে এটিও মনে রাখতে হবে সুখ বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি থাকি তা থেকে এটি পৃথক। সুতরাং, ইউডেমোনিয়া পদের অর্থ হলো এক ধরনের কার্যকলাপ যা এর সাথে সুখের অনুভূতিকে বহন করে।

2. Aristotle, David Ross, Nicomachean Ethics, I.5.1095b6-26
3. Jonathan Lear, Aristotle the desire to understand, page-161
4. David Bostock, Aristotle's Ethics, page-16
5. J.L. Ackrill, Aristotle the Philosopher, page-136
6. Aristotle, David Ross, Nicomachean Ethics, I.7.1098a15-b5
7. Aristotle, David Ross, Nicomachean Ethics, II.1.1103a33
8. Aristotle, David Ross, Nicomachean Ethics, II.6.1006b36-1107a25

Bibliography:

1. Ackrill, J.L. Aristotle The Philosopher. Oxford University Press. United States New York, 1981.
2. Aristotle, Nicomachean Ethics. Irwin, Terence. (trans.). Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis, 1999.
3. Aristotle, Nicomachean Ethics. Oswald, Martin. (trans.). Macmillan Publishers Limited, London, 1962.
4. Aristotle, Nicomachean Ethics. Ross, David. (trans.). Oxford University Press, London, 1966.
5. Barnes, Jonathan. Aristotle A very short Introduction. Oxford University Press, United States New York, 1982.
6. Beauchamp, Tom L. Philosophical Ethics. McGraw-Hill Book Company. United States, 1982.
7. Bostock, David. Aristotle's Ethics. Oxford University Press, United States New York, 2000.
8. Driver, Julia. Ethics: The Fundamentals. Blackwell Publishing Ltd, Australia, 2006.
9. Frankena, William K., Ethics, 2d ed, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1973.
10. Kenny, Anthony. Aristotelian Ethics, The Clarendon Press, Oxford,1978.
11. Lear, Jonathan, Aristotle: the desire to understand. Cambridge University Press, London, 1988.
12. Lillie, William. An Introduction to Ethics, Methuen & Co. Ltd. London, 1948.
13. Shields, Christopher. Aristotle. 2d ed, Routledge, New York, 2014.
14. Stace, W.T. A Critical History of Greek Philosophy. Macmillan and Company Limited, London, 1920.
15. Urmson, J.O. Aristotle's Ethics, Basil Blackwell Ltd, New York USA, 1988.
16. Wallace, Edwin. Outlines of The Philosophy of Aristotle. Cambridge University Press, London, 1898.
17. এরিস্টটল, নিকোমেকিয়ান এথিক্স। বেগম, হাসনা (অনূদিত)। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮।
18. ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ। নীতিবিদ্যা। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৩।
19. মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা। ব্যাক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা। সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৫।
20. মুহিত, আব্দুল। এরিস্টটলের দর্শন। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২১।